আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

২৯ অক্টোবর ২০২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁহযরত (সাঃ) যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সু-সংবাদ দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত উমর (রাঃ) ছাড়াও আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), জুবাইর (রাঃ), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সইদ বিন জায়েদ (রাঃ) এবং উবায়দুল্লাহ্ বিন জররাহ্ (রাঃ)'র নাম পাওয়া যায়। হযরত আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ) এর সহিত মদীনার একটা বাগানে ছিলাম, সেখানে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)'র আগমন ঘটে, এবং রসুলে করীম (সাঃ) এর নির্দেশ মত তাঁদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ শুনালাম, যা শুনে তাঁরা আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ)'র জন্য আঁহযরত (সাঃ) বলেন যে, তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও, তথাপিও একটা কষ্ট সে তাঁর জীবনে পাবে। হযরত উসমান (রাঃ)ও আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন। অতঃপর বলেন, কষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকতে হলে আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন যে একবার তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন তিনি নিজেকে জান্নাতের মাঝে একটি অট্টালিকার পাশে দেখেন, জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, এ অট্টালিকাটি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)'র জন্য। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আরো বলেন, তাঁর স্বভিমানের কথা স্মরণে আসতেই আমি সেখান হতে চলে আসি। একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) কান্না করতে থাকেন এবং বলেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমি একথা শুনে লজ্জিত। আপনি কেন ফিরে এলেন? সেখানে গিয়ে বরকত দান করতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)'র বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, ইল্লিনবাসীদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জান্নাতীদের দিকে উঁকি দিবেন, তো তাঁদের চেহারার উজ্জ্বলতার কারণে জান্নাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)ও তাঁদের মধ্যে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) নবী বা রসুলগণ ছাড়াও অতিরিক্ত জান্নাত নিবাসী প্রথমকাল এবং শেষযুগের তথা সমস্ত দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের সর্দার হবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) জান্নাতবাসীদের জন্য প্রদীপ-সম। হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, যদি আমার পরে কোন নবী আসত তবে অবশ্যই উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হত। হযরত আয়েশা (রাঃ) তথা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- আমার উম্মতগণের মধ্যে যদি কেউ মোহাদ্দিস হয়ে থাকে, তবে সে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)। পবিত্রসত্তা সেই, যার প্রতি অত্যধিক ইলহাম এবং কাশ্ফ্ হয়ে থাকে। অতঃপর বলেন তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাঈলী গোত্রের মধ্যে এমন ব্যক্তিও এসেছেন যাঁর সহিত আল্লাহ্ কথা বলতেন। এছাড়াও তারা নবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। যদি আমার উম্মতের মধ্যে

কোন ঐরূপ ব্যক্তি হয়ে থাকে তবে সে উমর (রাঃ)।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে, খুদাতায়ালা সর্বদা রূপকভাবে কার্য সমাধা করে থাকেন। প্রকৃতি বৈশিষ্ট এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে একজনের নাম অপরজনকে দিয়ে থাকেন। একটি হাদিস অনুযায়ী যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা হযরত উমর (রাঃ) সম, সে অবস্থা বিশেষে অবশ্যই মোহাদ্দিস। অতঃপর এ অধমের প্রতিও একবার ইলহাম হয়েছিল যে, انت محدث الله فيك مادة فاروقية অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্ তায়ালার মোহাদ্দিস। তোমার মাঝে 'মাদা-এ-ফারুকী' (হযরত উমর (রাঃ)'র) বৈশিষ্ট বা উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে যখন কুরআনের ৭০ জন হাফেয শহীদ হন। তখন হযরত উমর (রাঃ) কুরআনের রক্ষা এবং কুরআন সংকলনের পরামর্শ দান করেন। অতঃপর হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) কুরআন সংকলণের কার্য আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রাঃ)'র কুরআন করিম হিফ্য্ করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ)এর মুহাজির সাহাবীদের মাঝে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কুরআন হিফয করার বিষয় প্রমাণিত আর তারা হলেন-আবুবকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), সা'দ (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), সালেম (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন সায়েব (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাযি আল্লাহ্তায়ালা আনহুম।

মহানবী (সাঃ)'র প্রতি অবতীর্ণ হওয়া ওহীর সাথে হযরত উমরের (রাঃ)'র মতামতের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সিহাহ্-সিত্তার বর্ণনায় হযরত উমরের চিন্তাধারার সাথে ওহীর সামঞ্জস্যের কথা যেসব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনটি বিষয়ে সামঞ্জস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আমার প্রভুর ইচ্ছার সাথে মিলে গেছে। আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। তিনি এটি বলেন আর এরপর وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى আয়াত অবতীর্ণ হয়। এছাড়া আমি বলি, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিন, কেননা তাদের সাথে ভালো এবং মন্দ উভয় ধরণের মানুষ কথা বলে। এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ আত্মাভিমানের কারণে মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে জোটবদ্ধ হয়। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তখন আমি তাদের বললাম, অর্থাৎ সেই স্ত্রীদেরকে যাদের মধ্যে তার কন্যাও ছিল, মহানবী (সাঃ) যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে আমি আশা করি, তাঁর প্রভু তোমাদের থেকে উত্তম স্ত্রী মহানবী (সাঃ)কে দিবেন। এ বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ অর্থাৎ আর হতে পারে তিনি যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে তাঁর খোদা তোমাদের পরিবর্তে তার (সাঃ)'র জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দিবেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত উমর (রাঃ)এর মুনাফিকদের জানাযা না পড়ার বিষয়েও কুরআনী আয়াতের সাথে মিল পাওয়া যায়। মদ নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ)'র চিন্তাধারার কুরআনের ওহীর সাথে মিলের কথা সুনান তিরমিযীতে পাওয়া যায়। আল্লাহর ওহীর সাথে হযরত উমর (রাঃ)এর চিন্তাধারার সামঞ্জস্যতার সিহাহ্ সিত্তাতে উল্লেখিত এই কথাগুলো ছাড়াও জীবনীকারগণ আরো অনেক ঐক্যতানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লামা সুয়ূতী প্রায় বিশটি ঐক্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র পদমর্যাদা সম্পর্কে কী জান ? তিনি সাহাবীগণের মধ্যে কত মহান মর্যাদার অধিকারী ? তার মর্যাদা এমন যে, কখনো কখনো তাঁর (রাঃ) মতামত অনুসারে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। আর তাঁর সম্পর্কে এই হাদীস রয়েছে যে, শয়তান উমরের ছায়া দেখে পলায়ন করে। দ্বিতীয়ত এই হাদীসও রয়েছে যে, যদি আমার পরে কেউ নবী হতো তবে উমর হতো। তৃতীয় এই হাদীস রয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে মুহাদ্দিস

হতো, এই উম্মতে যদি কেউ মুহাদ্দিস থেকে থাকে তবে সে হলো উমর (রাঃ)।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্তা'লার ওহী সাহাবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ)এর যুগে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রাঃ) নামে এক সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্তা'লা তাকে ওহীর মাধ্যমে আযান শিখিয়েছেন আর মহানবী (সাঃ) তার সেই ওহীর ওপর ভিত্তি করেই মুসলমানদের মাঝে আযানের প্রচলন করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্তা'লা এ আযানই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ দিন পর্যন্ত আমি একথা ভেবে নীরব থাকি যে, মহানবী (সাঃ)'র সমীপে আরেক ব্যক্তি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। সুনান তিরমিযি থেকে বর্ণিত, যখন হযরত উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর নিকটে নিজ স্বপ্নের বিষয়ে বলেন তো মহানবী (সাঃ) বলেন, সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র। অতএব এ কথাটি অধিক নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ এখন এ বিষয়টি আরো সত্যায়িত হয়ে গেল।

হযরত উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)কে কেমন সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন (আর তার নিকট) মহানবী (সাঃ)'র কী মর্যাদা ছিল–এ সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি অর্থাৎ ইবনে উমর (রাঃ) একবার নবী করীম (সাঃ)'র সাথে কোন সফরে ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ)'র একটি উটে আরোহিত ছিলেন যেটি ছিল কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির আর সেটি মহানবী (সাঃ)এর বাহনকে (পিছনে রেখে) সামনে চলে যেত। সেসময় তাঁর পিতা হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বলতেন, 'আব্দুল্লাহ্! মহানবী (সাঃ)কে পিছনে রেখে কারো সামনে এগোনো উচিত নয়।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, একবার হযরত উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)'র বাড়ি গিয়ে দেখলেন, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন আর চাটাইয়ের দাগ তাঁর পিঠে লেগে আছে। এটি দেখে হযরত উমর (রাঃ) নিবেদন করেন, আপনার কষ্ট দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। কায়সার ও কিসরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু আপনি এমন কষ্টে দিনাতিপাত করছেন? তখন তিনি (সাঃ) বলেন, এ পৃথিবী আমার কী কাজের? আমার দৃষ্টান্ত তো সেই পথিকের ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের সময় একটি উটনীতে সফর করে আর দ্বি-প্রহরের তীব্রতা যখন তাকে ভীষণ কষ্ট দেয় তখন সে আরোহিত অবস্থাতেই বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় আরাম করে আর স্বল্পক্ষণ পর সে আবার সেই দাব্-দাহের মাঝে পথ চলা শুরু করে।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, ওমরা পালনের অনুমতি চাইলে নবী করীম (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, লা তানসানা ইয়া আখী মিন দুআইকা। হে আমার ভাই! আমাকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, এটি এমন একটি বাক্য যার বিনিময়ে গোটা পৃথিবী পেলেও আমি এতটা খুশি হব না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুতে হযরত উমর (রাঃ)'র মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তিনি (সাঃ) এখনো জীবিত এবং পুনরায় আবির্ভূত হবেন। তাঁর এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি সেই ব্যক্তির শিরোচ্ছেদের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে। কিন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এসে যখন সকল সাহাবীর সামনে **'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির্ রুসুল'** আয়াত পড়লেন তখন হযরত উমর (রাঃ) বলেন, (এটি শুনে) আমার পা কেঁপে উঠে এবং শোকাভিভূত হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই। অন্য সাহাবীরা বলেন, আমাদের কাছে মনে হলো এ আয়াতটি যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব কোন নবী যদি জীবিত থাকতেন তাহলে এই দলিল যুক্তিযুক্ত হতো না যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি (সাঃ) কেন ইন্তেকাল করবেন না? হযরত উমর (রাঃ) বলতে পারতেন, আপনি কেন ধোঁকা দিচ্ছেন? হযরত ঈসা (আঃ) তো এখনো আকাশে জীবিত বসে আছেন। তিনি জীবিত থাকলে আমাদের নবী (সাঃ) কেন জীবিত থাকতে পারবেন না? কিন্তু সকল সাহাবীর নীরবতা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, সকল সাহাবীরই বিশ্বাস ছিল, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) কীভাবে মহানবী (সাঃ)এর অনুসরণ করতেন সে সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রাঃ) হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে সেটিকে চুমু খেয়ে বলেন, আমি ভালোভাবে জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র, অপকার বা উপকার কিছুই করতে পার না। আমি যদি নবী (সাঃ)কে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম তবে আদৌ তোমাকে চুমু খেতাম না। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন বন্দী দাসেদের মুক্ত করছিলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) সে সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ একটি দাসীকে মুক্ত করে দেন। রসুলে করীম (সাঃ) মোনাফেকদের একটি দলের নাম উল্লেখ করে হযরত হুজায়ফা (রাঃ)কে বলেন যে, আমাকে এদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) নিজ খেলাফতকালে, কেবলমাত্র সেসব ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তেন, যাঁদের জানাযা হযরত হুজায়ফা (রাঃ) পড়তেন। অন্যথায় জানাযার নামাযে যেতেন না। হযরত উমর (রাঃ) আঁহযরত (সাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ করার লক্ষ্যে কিসরার কাঙ্গন একজন সাহাবীর হাতে পরিয়ে দেন।

হযরত যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব মহানবী (সাঃ)এর একটি স্বপ্নের ব্যখ্যায় বলেন যে, পার্থিব বিজয় এবং মাহাত্ম্য যা মুসলমানরা হযরত উমর (রাঃ)'র মাধ্যমে অর্জন করেছে, সেটি নবুওয়্যতের জ্ঞানের অবশিষ্ট অংশ ছিল, যা হযরত উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)'র মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। হযরত মালেক বিন আগওয়াল থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তোমাদের নিজেদের হিসাব করো, তার পূর্বেই যখন তোমার হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর তোমাকে ওজন করার পূর্বে নিজ প্রবৃত্তির ওজন কর এবং সর্বাগ্রে সবচেয়ে বড় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)কে সেই সময় দেখেছি যখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। তখন তার জামায় কাঁধের মাঝামাঝি চামড়ার তিনটি তালি লাগানো ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ বর্ণনা আগামীতেও চলবে ইনশাল্লাহ্। অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ডাঃ তাসীর মুজতবা সাহেব (ফযলে উমর হাসপাতাল) রাবওয়াতে এ ইন্তেকাল করেন। মরহুমের প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করে হুযুর জুমআ-র পরে তাঁর নামাযে জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA HUZOOR ANWAR (ATBA)

29 OCTOBER 2021

Bangla Translation
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in